# কসমোপলিটন কুঞ্জবন

● গোলাম কিবরিয়া

...বিংশ শতকের প্রথম দশকের লন্ডন, চল্লিশের দশকের আমেরিকা ও আজকের বেইজিং সম্ভবত সমান্তরাল সময়, অবারিত প্রবৃদ্ধির কাল পার করছে...

তার সঙ্গে যখন আমার কথা হচ্ছিল, আমার চোখ আটকে যাচ্ছিল তার মাথার টুপিতে, বর্ণিল একটা শিরস্ত্রাণ যেন, উদ্ধত ময়ূর যেনবা। রিপাবলিক অব ইস্ট তুর্কিস্তান, এ ল্যান্ড অব হিজ হোপ, আমি মানচিত্রে পাইনি সে নাম। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে বই জমা দিতে গিয়ে পরিচয়। দেশের নাম জিজ্ঞেস করায় বলল সে এই নাম। আমি আমার প্রফেসর রিরান করেও খুঁজে পেলাম না কোথাও। যেনবা এটি আমারই দোষ এমন একটা ভঙ্গিমা তুলে বললাম, এই নামে তো কোনো স্বাধীন দেশ নেই বলেই জানি। এতটুকু বিব্রত না হয়ে বলল– হ্যাঁ, একটা বিপ্লবী সরকার আছে আমাদের, নির্বাসনে।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ল উইঘুর মুসলিমদের কথা। গল্প মিলে গেল। চীনে প্রচুর মুসলিম আছে, সংখ্যা অজ্ঞাত। চীনে এমনকি প্রচুর খ্রিস্টানও আছে, বৌদ্ধ তো আছেই। এদের কথা শুমারিতে আসে না, কারণ সরকার কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে উৎসাহিত করে না। শুমারিতে আসে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা, কিন্তু ধর্ম অনুসারে আসে না। হানেরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই চালক চীনের। পলিটব্যুরোর মেম্বাররাও অলিখিতভাবে এই জাতির। কয়েকদিন আগে ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম চীনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা। চীনের একটি বড় শহরে (সাংহাই?) জাতিগত দাঙ্গায় হানদের হাতে মারা পড়েছে কয়েকশ উইঘুর, যারা ধর্মবিশ্বাসে মুসলিম। এ ধরনের দাঙ্গা সঙ্গত কারণেই চেপে যায় চীনা সরকার এবং গ্লোবাল মিডিয়াতেও খুব বেশি আসে না। একই সময় নাইজেরিয়ার বোকো হারামের একটা কাহিনী এসেছিল, তারা একটি স্কুলে গিয়ে স্কুল উড়িয়ে দিয়েছিল এবং জবাই করেছিল কিছু শিক্ষার্থীকে। এই খবরটিও পশ্চিমা মিডিয়ায় সেভাবে প্রচার পায়নি, যদিও কয়েকদিন আগের একই বোকো হারামের আরেকটি কাণ্ড প্রচার পেয়েছে ভালো। কারণটা কী হতে পারে? নারীদের অপহরণের কাহিনী বেশি সেনসেশনাল বলে? নাকি মিশেল ওবামার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল বলে? যা-ই হোক, চীনা মুসলিমদের নিয়ে আমার আগ্রহ আছে প্রচুর। শুধু মুসলিমদের নিয়ে নয়, টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রের সব মতাদর্শিক সংখ্যালঘুদের নিয়েই আগ্রহ আছে। চীনে ইসলাম গিয়েছিল মূলত বণিকদের হাত ধরে এবং এদের স্বাতন্ত্র্য সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হালাল-হারাম বিভাজনে। উইঘুররা হানদের চেয়ে নিজেদের আলাদা করতে খাদ্যকে বেছে নিল, এই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। মধ্যযুগে চীনা নারীরা যে ধরনের জুতো পরতেন তা পরতেন না উইঘুর নারীরা। আমার নবপরিচিত বন্ধুকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি নামাজ পড়? তার নেতিবাচক উত্তরে আমার সম্ভাব্য অনুমানটাই যেন জোরালো হলো, এই টুপিটা তার স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক, উইঘুর জাতীয়তাবাদের পালক, মুসলিম হওয়াটা এখানে এসেনশিয়াল নয়।

কমিউনিস্ট কিংবা ছদ্ম কমিউনিস্ট চীনের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে এখন বলা হচ্ছে এশিয়ান ক্যাপিটালিজমের মডেল। এই অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধির জোয়ারে নতুন প্রজন্ম ক্রমে 'মাও' জেনারেশন থেকে 'মি' জেনারেশনে রূপান্তরিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো, ভিন্ন পরিচয়গুলো দমিত হচ্ছে এক নতুন ফেনোমেননের আড়ালে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, চীনা দৈত্য ঘুমিয়ে আছে, তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দাও। ঘুম থেকে তাকে জাগিয়েছেন মাও সেতুং। মাও কবি ছিলেন, সঙ্গে বিপ্লবীও। কনফুসিয়াসের শরণ নিয়েছিলেন তিনি। আমি চায়নিজ ইউনাইটিং চার্চে একই সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যিশু ও কনফুসিয়াসের ছবি দেখেছি। প্রবাসী বিপুল চীনাকে দেখেছি চার্চে যেতে, আবার কনফুসিয়াসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। প্রবাসীদের মাঝে আত্মপরিচয়ের সঙ্কট থাকে। তারা কি একই সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান ও কনফুসিয়ান হয়ে সামাল দিচ্ছে শিকড়মৈথুনের স্মৃতিকে? সান ইয়াত সেন, চিয়াং কাইশেক ও মাও সেতুং; এই পরম্পরায় আমার মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলাদেশে আমরা সান ইয়াত সেনকে পেয়েছিলাম, যিনি পরবর্তী সময়ে চিয়াং কাইশেক হয়ে গেছেন, কিন্তু প্রত্যাশিত (?) মাও-কে আমরা পাইনি।

বিংশ শতকের প্রথম দশকের লন্ডন, চল্লিশের দশকের আমেরিকা ও আজকের বেইজিং সম্ভবত সমান্তরাল সময়, অবারিত প্রবৃদ্ধির কাল পার করছে। এই সময়ের উল্টো পিঠেই আছে অসংখ্য ঘোস্ট সিটির গল্প, মাও থেকে মি জেনারেশনে রূপান্তর ও হানিমুন পিরিয়ড ওভার হয়ে যাওয়ার সদা পিছু তাড়া করা আশঙ্কা। দ্য ফিউচার অব ক্যাপিটালিজম ইজ এশিয়া, বাট অ্যাট হোয়াট কস্ট? ন্যাশনাল বুর্জোয়াদের সঙ্গে অ্যাকাউন্ট সেটেল করার যে কথা মার্কস বলেছিলেন, চীন কি সেই পথে যেতে যেতে নিজেই আরেক জাতীয়তাবাদী দৈত্য হয়ে উঠছে না? উইঘুর থেকে প্রসঙ্গান্তরে কোথায় চলে এলাম। এ প্রসঙ্গে আরো মনে আসে বোহেমিয়ানদের কথা, ইউরোপের রোমানোদের কথা ও কুর্দিদের কথা। আর্মেনিয়ান জেনোসাইডে কয়েক লাখ মানুষকে ঘরছাড়া করেছিল তুর্কিরা, রোমানোদের এখনো ইউরোপে ছেলেধরা হিসেবে ট্রিট করা হয় আর কুর্দিরা ছড়িয়ে আছে ইরাক, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া হয়ে স্তেপের প্রান্তরে। ছেলেধরা হিসেবে আমাদের দেশে ট্রিট করা হয় বেদে সম্প্রদায়কে। কেন? নোম্যাডিক কালচার থেকে গেরস্তালিতে প্রবৃত্ত হওয়া মানুষ কি আসলে ঈর্ষা করে তার পূর্বপুরুষকে? জানি না। রেনেসাঁ, পুঁজির উন্মেষ, ন্যাশন স্টেটের উত্থান, ব্যক্তিমানুষের এলিয়েনেশন, বিশ্বনাগরিকের ডাইলেমার পরে দ্য ফিউচার অব লোনলিনেস।

এই কসমিক পরিভ্রমণ শেষে নিজেকে আদতে সৌভাগ্যবান মনে হয়। অপরের মুখ ম্লান করে দেয়ার চাইতে বড় সুখ আর নেই। অপরের মুখ ম্লান হলেই বুঝতে পারি, আমার যে বাবুই পাখির বাসাটা আছে, তাতে স্পেস নেই, তবে স্পর্শ আছে। 'দেশ' মূলত একটা নেসেসারি ইউটোপিয়া, দরকারি ভালবাসা। 'দ্যাশ' হচ্ছে আনকন্ডিশনাল লাভ, স্মৃতিমোহন ভালবাসা। আর 'বিদ্বেষ' কিংবা 'দ্বেষ' রাজনৈতিক ভালবাসা, সংহারপ্রবণ। এভাবে উইঘুর যুবক ও তার বর্ণিল টুপি আমাকে দ্যাশ দেখিয়ে ঘোড়ায় করে চলে যায় একবিংশ শতকের হাতেগোনা একটি এল ডোরাডোতে। স্মৃতি কবর দিয়ে সে সমাধির পারে যায়... ■